রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ৯, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
কোম্পানি এ্যাফেয়ার্স-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩০ বৈশাখ ১৪৩৩/ ১৩ মে ২০২৬

নং **২৮.০০.০০০০.০০০.০৫৭.০৭.০০০৩.২৬-১৮।**—"বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বপালন (সিএসআর), নীতিমালা ২০২৬" প্রজ্ঞাপনটি এতদসঙ্গে প্রকাশ করা হলো।

"বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বপালন (সিএসআর), নীতিমালা ২০২৬"

১.০ ভূমিকা ও প্রেক্ষাপট

কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা আধুনিক কর্পোরেট ব্যবস্থাপনার একটি অপরিহার্য নৈতিক ও সামাজিক ধারণা। এর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসায়িক ও আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি সমাজ, পরিবেশ ও রাষ্ট্রের সামগ্রিক কল্যাণে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগভুক্ত **বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)**-র আওতাধীন কোম্পানিসমূহ দেশের প্রাথমিক জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণের জন্য জ্বালানি তেলসহ বিভিন্ন পেট্রোলিয়াম পণ্যের আমদানি, সংরক্ষণ, পরিশোধন, বিপণন ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই সকল কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিপিসি'র অধিভুক্ত কোম্পানিসমূহ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ, পরিবেশ, অবকাঠামো এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি এসব প্রতিষ্ঠানের একটি স্বাভাবিক নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

মূল্য : টাকা ১২.০০

তৈরি হয়। বর্তমানে বিপিসি'র অধিভুক্ত কোম্পানিসমূহ প্রতিবছর সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সিএসআর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। তবে একটি অভিন্ন, সুস্পষ্ট ও নীতিনির্ভর কাঠামোর অভাবে এসব কার্যক্রমের অগ্রাধিকার নির্ধারণ, সমন্বয়, স্বচ্ছতা এবং প্রত্যাশিত সামাজিক প্রভাব নিশ্চিতকরণে সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই উপলব্ধি থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ এবং সময়োপযোগী কাঠামো গড়ার লক্ষ্যে নিম্নরূপে, "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালন (সিএসআর), নীতিমালা ২০২৬" প্রণয়ন করা হলো।

২.০ শিরোনাম

এ নীতিমালা "বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব পালন (সিএসআর), নীতিমালা ২০২৬" নামে অভিহিত হবে।

৩.০ নীতিমালার উদ্দেশ্য

৩.১ কোম্পানির সকল সিএসআর কার্যক্রমকে একটি সুসংগঠিত কাঠামোর আওতায় আনা এবং সিএসআর সংক্রান্ত কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও যথার্থতা নিশ্চিত করা;

৩.২ সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য এবং অনগ্রসর ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কল্যাণে প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ বাড়ানো;

৩.৩ কোম্পানির কর্পোরেট ব্র্যান্ডিং ও জন-আস্থা অর্জনে ভূমিকা পালন করা; এবং

৩.৪ কোম্পানির কার্যক্রমের সঙ্গে স্থানীয় জনগণের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সম্পৃক্ততা গড়ে তোলা এবং সৌহার্দ্য বৃদ্ধি করা, যাতে স্থানীয় জনগণের মধ্যে জনকল্যাণমূলক কোম্পানি হিসাবে এই কোম্পানির ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

৪.০ সংজ্ঞাসমূহ

৪.১ "সরকার" বলতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বোঝাবে।

৪.২ "কোম্পানি" বলতে বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহকে বোঝাবে।

৪.৩ "পরিচালনা পর্ষদ" বলতে বিপিসি'র অধীন কোম্পানিসমূহের স্ব স্ব পরিচালনা পর্ষদকে বোঝাবে।

৪.৪ "কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বপালন" বলতে বিপিসি (সিএসআর)-এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের "Corporate Social Responsibility (CSR)"কে বোঝাবে।

৪.৫ "সিএসআর ফান্ড" বলতে বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের স্ব স্ব সিএসআর ফান্ডকে বোঝাবে।

৪.৬ "পরিবার" বলতে স্বামী-স্ত্রী/পিতা-মাতা, নিজ সন্তান, নির্ভরশীল নিজ ভাই/বোনকে বোঝাবে।

৪.৭ "কর্তৃপক্ষ" বলতে বিপিসি এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদকে বোঝাবে।

৫.০ সিএসআর কার্যক্রমের আওতা

বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্ব তথা সিএসআর কার্যক্রম নিম্নবর্ণিত ৭ (সাত)টি খাতে বাস্তবায়নযোগ্য হবে :

(ক) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি

(খ) চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা

(গ) জলবায়ু ও পরিবেশ

(ঘ) খেলাধুলা ও সংস্কৃতি

(ঙ) আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন

(চ) রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং জরুরি ক্ষেত্র

(ছ) গবেষণা ও উন্নয়ন

৬.০ সিএসআর তহবিলের উৎস

৬.১ কোম্পানির প্রতি অর্থ বৎসরে কর পরবর্তী নিট মুনাফার ০.৫% হতে ১% (এক শতাংশ) অর্থ অথবা ৬.২ উপ-অনুচ্ছেদের উর্ধ্বসীমা অনুসারে ব্যয় হবে, কোনোভাবেই অনুমোদন ছাড়া উর্ধ্বসীমা অতিক্রম করা যাবে না;

৬.২ বিপিসি'র কোম্পানিসমূহে প্রতিবছর স্ব স্ব বাজেটে সিএসআর বাবদ নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের সংস্থান নিম্নবর্ণিত হারে নির্ধারিত হবে :

ক্রমিক	কোম্পানিসমূহের নাম	সীমা (শতকরা হার)	উর্ধ্বসীমা (আর্থিক)
১.	ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিমিটেড	০.৫% - ১%	৫০ লক্ষ
২.	পদ্মা অয়েল পিএলসি	০.৫% - ১%	৭০ লক্ষ
৩.	মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড	০.৫% - ১%	৭০ লক্ষ
৪.	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	০.৫% - ১%	৭০ লক্ষ
৫.	এলপি গ্যাস লিমিটেড	০.৫% - ১%	১৫ লক্ষ
৬.	ইস্টার্ন লুব্রিকেন্টস ব্লেন্ডার্স পিএলসি	০.৫% - ১%	১০ লক্ষ
৭.	স্ট্যান্ডার্ড এশিয়াটিক অয়েল কোম্পানি লিমিটেড	০.৫% - ১%	১০ লক্ষ
৮.	পেট্রোলিয়াম ট্রান্সমিশন কোম্পানি পিএলসি	০.৫০% - ১%	১০ লক্ষ

৬.৩ কোনো কোম্পানির বিশেষ প্রয়োজনে কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন নিয়ে উক্ত সীমা/উর্ধ্বসীমা কম/বেশি করা যাবে।

৬.৪ প্রতিবছর বাজেটে এ খাতের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান রাখতে হবে।

৭.০ ব্যয় বিভাজন

৭.১ সিএসআর কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিপিসি'র অধীন কোম্পানিসমূহ স্ব স্ব ফান্ডের অর্থ খাতওয়ারি নিম্নরূপভাবে বণ্টন করবে :

ক্রমিক নং	খাত	মোট বরাদ্দের শতাংশ (%)
১.	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি	২০%
২.	চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা	২৫%
৩.	জলবায়ু ও পরিবেশ	৫%
৪.	খেলাধুলা ও সংস্কৃতি	৫%
৫.	আর্থসামাজিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন	১৫%
৬.	রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং জরুরি ক্ষেত্রে	১০%
৭.	তেল ও খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়ন	২০%

৭.২ প্রয়োজনের নিরিখে বিশেষ বিবেচনায় কোম্পানিসমূহের স্ব স্ব পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনক্রমে সময় সময় এ বিভাজন পরিবর্তন করা যাবে অথবা আন্তঃখাত সমন্বয় করা যাবে।

৭.৩ কোনো বিশেষ সিএসআর কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে এক বা একাধিক কোম্পানি যৌথভাবে অর্থায়ন করতে পারবে।

৮.০ সিএসআর ফান্ডের কার্যক্রমসমূহের বিবরণ

৮.১ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ইত্যাদি

(ক) গরিব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে বিনামূল্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ ও শিক্ষাবৃত্তি প্রদান।

(খ) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়ক উপকরণ (ব্রেইল বই, হুইল চেয়ার ইত্যাদি)

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো স্থাপন এবং উন্নয়ন, যেমন: ক্লাসরুম, লাইব্রেরি, সাইন্সল্যাব, কম্পিউটার কক্ষ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শৌচাগার, বিশুদ্ধ পানি ইত্যাদি।

(ঘ) ইন্টার্নশিপ ও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ কর্মসূচি চালুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়নে সহায়তা প্রদান।

(ঙ) পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান।

(চ) দেশে/বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে কারিগরি প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান।

(ছ) জ্বালানি সংক্রান্ত প্রযুক্তির উৎকর্ষসাধনে Innovative Idea প্রতিযোগিতার আয়োজনে সহায়তা প্রদান।

(জ) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক ওয়ার্কশপ/ সেমিনার/ বিজ্ঞানমেলা/ কনফারেন্স/ বিতর্ক প্রতিযোগিতাসহ শিক্ষামূলক যেকোনো প্রতিযোগিতায় সহায়তা প্রদান।

৮.২ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবা

(ক) বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের স্ব স্ব স্থাপনা অধিভুক্ত এলাকাসহ দেশের তৃণমূল পর্যায়ে ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প, চক্ষুশিবির, ঠোঁট কাটা চিকিৎসা, খতনা ক্যাম্প, চিকিৎসা ও রক্তদান কর্মসূচি পরিচালনা এবং বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহ।

(খ) গরিব, অসহায়, দুঃস্থ লোকদের জটিল, প্রাণঘাতী রোগ এবং দুর্ঘটনায় চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

(গ) প্রতিবন্ধী এবং পক্ষাঘাতগ্রস্তদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান।

(ঘ) বর্ণিত এলাকায় মানসিক/শারীরিক প্রতিবন্ধী, দুঃস্থ নারী, এতিম ও ছিন্নমূল শিশুদের কল্যাণে এবং বৃদ্ধনিবাস পরিচালনা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান/উপকরণ সরবরাহ/ ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন।

(ঙ) বর্ণিত এলাকায় জনস্বাস্থ্য (ক্যান্সার, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ, হৃদরোগ, বক্ষব্যাধি, গুরুতর অগ্নিদগ্ধ, মাদকাসক্ত, ব্যক্তিদের চিকিৎসা) অনুদান প্রদান।

৮.৩ জলবায়ু ও পরিবেশ

(ক) বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন কর্মসূচি পরিচালনা ও সহায়তা।

(খ) গ্রামীণ এলাকায় জ্বালানি সাশ্রয়ী চুলা সরবরাহ।

(গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন আশ্রয়স্থল এবং জলবায়ু প্রতিরোধী আবাসন ও অবকাঠামো নির্মাণে সহায়তা।

(ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত এলাকার অসহায়, দুঃস্থ ও দরিদ্র লোকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং শীতার্ত লোকদের শীতবস্ত্র প্রদান।

(ঙ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীদের মধ্যে সুপেয় পানির সরঞ্জামাদি স্থাপন।

(চ) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম পরিচালনা ও সহায়তা।

(ছ) জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষতি মোকাবিলায় অভিযোজন কাজে সহায়তা প্রদান।

(জ) জলবায়ুর ক্ষেত্রে এ অনুদান কোম্পানি ও এর কার্যক্ষেত্র-সংলগ্ন অধিকতর জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রদান করা যাবে।

৮.৪ খেলাধুলা ও সংস্কৃতি

(ক) বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা (ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট, হাডুডু, কাবাডি, দাবা, সাঁতার ইত্যাদি) আয়োজনের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(খ) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী/সাফল্য অর্জনকারীকে সহায়তা প্রদান।

(গ) বিভিন্ন জাতীয় দিবস উদ্‌যাপনে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(ঘ) খেলাধুলার ক্ষেত্রে এ অনুদান বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৮.৫. আর্থসামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন

(ক) কোম্পানির অধিক্ষেত্রাধীন পার্শ্ববর্তী এবং অনগ্রসর এলাকায় সড়ক, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মসজিদ, মন্দির, গির্জা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

(খ) দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য কাজ করার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ইজিবাইক, সেলাই মেশিন, গবাদি পশু, টি-স্টল ইত্যাদির জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান।

৮.৬ রাষ্ট্রীয় জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম এবং জরুরি ক্ষেত্রে

(ক) দুর্যোগ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও মানবিক সহায়তা প্রদান।

(খ) দরিদ্র ও দুঃস্থদের মধ্যে ত্রাণ ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ ও পুনর্বাসনে মানবিক সহায়তা প্রদান।

(গ) সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী রাষ্ট্রীয়/সরকারি তহবিলে সহায়তা প্রদান।

৮.৭ তেল ও খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট গবেষণা ও উন্নয়ন

(ক) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে তেল ও খনিজ সম্পদ সংশ্লিষ্ট গবেষণা, জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন, বিকল্প জ্বালানি উৎস উদ্ভাবন, টেকসই জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, আমদানি নির্ভরতা হ্রাসকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন, গবেষণা জরিপ পরিচালনা, তেল ও খনিজ সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জনসচেতনতা তৈরি প্রভৃতি গবেষণা খাতে প্রণোদনা অনুদান প্রদান। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিপিসি বা সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রিসার্চ ও ডেভেলপমেন্ট উইং-এর সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্থায়ন করা যাবে।

(খ) গবেষণা সহায়ক সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, পরিদর্শন ইত্যাদি বাস্তবায়নে অনুদান প্রদান।

(গ) জ্বালানি তেল ও খনিজ সম্পদ খাতে প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য উচ্চতর অধ্যয়ন বা গবেষণাবৃত্তিতে সহায়তা প্রদান। স্বনামধন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি/অফার লেটার পেলে তাঁদের অগ্রাধিকার প্রদান করা যেতে পারে।

৯.০ সিএসআর ব্যবস্থাপনা

(ক) কোম্পানির প্রশাসন বিভাগের অধীন সিএসআর কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(খ) প্রশাসন বিভাগ প্রতিবছর আবেদন গ্রহণ, মূল্যায়ন এবং তালিকা প্রস্তুত করবে। প্রস্তুতকৃত তালিকা কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের নিকট বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

১০.০ সাধারণ নিয়মাবলি

(ক) নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসন বিভাগ প্রয়োজনীয় ফরম ও রেজিস্টারসমূহ প্রস্তুত করবে যাতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/কর্মসূচি/ব্যক্তির প্রয়োজনীয় সকল তথ্য থাকবে।

(খ) কোনো প্রতিষ্ঠান একবার অনুদান প্রাপ্ত হলে পরবর্তী ০৩ (তিন) আর্থিক বছরে উক্ত প্রতিষ্ঠান আর্থিক অনুদান লাভের জন্য বিবেচিত হবে না। তবে কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

(গ) বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের সুবিধার জন্য সিএসআর কার্যক্রমের অর্থছাড় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কিস্তিতে করতে হবে। তবে কিস্তি ছাড়ের শর্ত যথাসম্ভব সহজ করতে হবে।

(ঘ) ব্যক্তি পর্যায়ে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অনুদান এককালীন প্রদান করা হবে। পরবর্তী ৩ (তিন) বছরে তিনি আর এ সুবিধা পাবেন না। তবে শিক্ষাবৃত্তি বা বিশেষ স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

(ঙ) কর্মসূচি বা প্রকল্পের ধরনে সামাজিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এবং এর সামাজিক প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের সমীপে উপস্থাপন করতে হবে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করতে হবে।

(চ) অনুদান হিসেবে পণ্য বা উপকরণ সহায়তা প্রদান করা হলে পণ্য বা উপকরণের সঠিক মান ও গুণাগুণ এবং সঠিক প্রাপক যাচাই করে বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে এবং প্রাপ্তিস্বীকার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

(ছ) অনুদানের অর্থ সর্বাবস্থায় একাউন্ট পেয়ি চেকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

(জ) প্রশাসন বিভাগ আবেদনপত্রে বর্ণিত তথ্য যাচাই-বাছাই করবে এবং বাতিলকৃত ও নির্বাচিত আবেদনের তালিকা প্রস্তুত করে পর্ষদের নিকট উপস্থাপন করবে।

(ঝ) যেকোনো পর্যায়ের অনুদান/উপকরণ সহায়তা প্রদানের তালিকা অফিস সংরক্ষণ করবে।

১১.০ বিশেষ নির্দেশনাসমূহ

(ক) সিএসআর ফান্ড পরিচালনায় আর্থিক নিয়মাবলি যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

(খ) সিএসআর সম্পর্কিত সমস্ত আর্থিক লেনদেন যথাযথ ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।

(গ) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের অধিক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রয়োজনে দেশের সকল অঞ্চলেই সিএসআর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাবে। এক্ষেত্রে তৃণমূল এবং অধিকতর পশ্চাৎপদ বা সুবিধাবঞ্চিতদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

(ঘ) সিএসআর কার্যক্রমে যেকোনো ধরনের দ্বৈততা বা ওভারল্যাপিং এড়াতে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(ঙ) জাতীয় জরুরি অবস্থা বা যেকোনো সংকট মোকাবিলায় সরকার ঘোষিত নির্দেশনা বাস্তবায়নে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

১২.০ যেসব ক্ষেত্রে সিএসআর কার্যক্রম নিষিদ্ধ

(ক) জনসাধারণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, পুষ্টি, স্বাস্থ্য, আত্মকর্মসংস্থান ও সার্বিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কোনো ভূমিকা রাখে না এমন কার্যক্রমসমূহ।

(খ) বিপিসি এবং এর অধীন কোম্পানিসমূহ ব্যতিরেকে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্রান্ডিং, বিজ্ঞাপন ও ব্যবসায়িক উন্নয়নক্ষেত্রে সিএসআর- এর অনুদান প্রদান।

(গ) পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কোনো প্রকল্প আর্থিক/প্রতিষ্ঠানকে অনুদান/ব্যবসা/সহায়তা প্রদান।

(ঘ) দেশ ,আইন এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোনো কার্যক্রমে অর্থায়ন/সহায়তা/পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান।

(ঙ) বিপিসি ও এর অধীন কোম্পানিসমূহের ব্যবসায়িক উন্নয়নমূলক কোনো ব্যয়।

১৩.০ সিএসআর ব্যয় মনিটরিং

(ক) সিএসআর কার্যক্রম সময় সময় মন্ত্রণালয় ,বিপিসি মনিটরিং করতে পারবে।

(খ) সিএসআর কার্যক্রম নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কেইস টু কেইস যাচাই করবে।

(গ) সিএসআর সহায়তার অপব্যবহারের অভিযোগে অভিযুক্ত যেকোনো ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে কোনো প্রকার সিএসআর সহায়তার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) প্রশাসন বিভাগ তার কাজের জন্য স্ব স্ব বোর্ডের কাছে দায়বদ্ধ থাকবে।

১৪.০ প্রতিবেদন এবং প্রকাশনা

(ক) বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদনে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের সিএসআর কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্যাদি বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করতে হবে।

(খ) সিএসআর কার্যক্রমের বিস্তারিত প্রতিবেদন স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে।

(গ) প্রতিবছর নির্দিষ্ট ফরম্যাটে বিপিসি'র আওতাধীন কোম্পানিসমূহ স্ব স্ব সিএসআর প্রতিবেদন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

১৫.০ নীতিমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন ও বাতিলকরণ

(ক) **এ নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বা আংশিক কোনো পরিবর্তন বা বিয়োজন কিংবা বাতিলকরণের ক্ষমতা কেবলমাত্র জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত থাকবে। পরিবর্তন, সংযোজন, বিয়োজন কিংবা বাতিলকরণের যেকোন প্রস্তাব বিপিসি'র অধীন কোম্পানিসমূহ তাঁদের স্ব স্ব পরিচালনা পর্ষদ এবং বিপিসি পরিচালনা পর্ষদের মাধ্যমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করবে।**

(খ) এ নীতিমালা সময়ে সময়ে পর্যালোচনা করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পরিমার্জন বা পরিবর্তন সুপারিশ করবে।

১৬.০ প্রবর্তন

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ হতে এ নীতিমালা কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম
সচিব।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd